যুগান্তর

তারিখ · 06 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাবলিক পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে

সরেজমিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাতুয়াইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

খোরশেদ আলম শিকদার

মাতুয়াইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মানসম্মত পাঠদান ও উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া হয়। নজর রাখা হয় ধর্মীয় নিয়মকানুন অনুসরণের। বিদ্যালয়টি পাবলিক পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে। সে কারণে এর সুনামও ছড়িয়েছে। এসব কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হাসিনা বেগম, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিভা ও দূরদর্শিতা। সঙ্গে রয়েছে বিদ্যালয় গভর্নিংবডির তদারকি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা এবং এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতা।

মেয়েদের কথা মাথায় রেখে মাতুয়াইল নিবাসী আবদুন নূর ভুঁইয়া মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালে মাতুয়াইল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে (সাবেক মাতুয়াইল ইউপির ৩ নম্বর ওয়ার্ড) পড়েছে এ স্কুল। আবদুন নূর দেড় লাখ টাকা অনুদান হিসেবে দেন। মাতুয়াইল পশ্চিমপাড়া নিবাসী. আবদুল মতিন মৃধা ৪৮ শতক জমি মাতুয়াইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে ক্রয় করেন। পরে আরও জমি ক্রয় করে মোট ৬২ শতক জমির ওপর বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে পাঠদান সূচনা করা হয়। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে আধুনিক ভবন, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট কানেকশন সবই স্থাপন করা হয়েছে এ বিদ্যাপীঠে। পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়ে নারীদের উচ্চ শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে এ বিদ্যাপীঠ। এ বিদ্যাপীঠ শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ২৪ জন। এ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে পাঁচজন। বিদ্যালয়ে দিবা ও প্রাতঃ দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় চার শতাধিক।

বিদ্যালয়ে তৃতীয়তলা একটি, একতলা দুটি ভবন রয়েছে। এতে কক্ষ রয়েছে ৩৬টি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষায় শতভাগ পাস করে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৯৮.৩৩ ভাগ পাসসহ ১২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১৭ সালে এসএসসিতে শতভাগ পাস করেছে।

বিদ্যালয়ে রয়েছে দক্ষ গভর্নিংবডি এতে সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম খান, শিক্ষক প্রতিনিধি মো. এনামুল হক খান ও মো. মোজাম্মেল হক খান, সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি বেগম নুরুন নাদিয়া, অভিভাবক সদস্য মোক্তার হোসেন, মো. মাহবুবুর রহমান, মো. মহসীন আলী, মো. আবুল কালাম আজাদ, সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য সাহিনা বেগম, দাতা সদস্য আলহাজ মো. মাসুদুর রহমান মোল্লা, সদস্য সচিব প্রধান শিক্ষক হাসিনা বেগম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা বেগম যুগান্তরকে বলেন, বিদ্যালয়কে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে আমরা শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও এলাকাবাসী বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে আমরা সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছি। করছি অক্লান্ত পরিশ্রম।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি সফিকুল ইসলাম খান যুগান্তরকে বলেন, ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ার প্রয়াসে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এ বিদ্যাপীঠ। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রসহ অবকাঠামোগত কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রতিনিয়ত আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।